দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 26 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মোহাম্মদ নজাবত আলী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও নন-এমপিও শিক্ষক

বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একটি সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীই পারে দেশকে অগ্রগতি উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে। রাষ্ট্রের এ মহান গুরুদায়িত্ব কাজটি সম্পন্ন করতে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন শিক্ষক।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত দু'ধরনের সরকারি ও বেসরকারি। এ দু'ধরনের শিক্ষায় বাংলাদেশে অর্জন অনেক। আমাদের শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার প্রায় শতভাগ। সরকারও বিনামূল্যে বই শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়ে একটি যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় স্কেল প্রদান করা হয়েছে। সে স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীরা। তার পরও দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু বৈষম্য রয়েছে। বাড়িভাড়া, মেডিক্যাল ভাতা এখনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক কম পান বেসরকারি শিক্ষকরা। অথচ সরকারি বিদ্যালয় ও বেসরকারি বিদ্যালয়– এই দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সিলেবাসের আওতায় শিক্ষা প্রদান করা হয়। তবুও দেশের শিক্ষায় বেসরকারি শিক্ষক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দেশের পাবলিক পরীক্ষার ফল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেবারে মন্দ বলা যাবে না। শতভাগ পাসের সঙ্গে জিপিএ-৫ও অনেক শিক্ষার্থী অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। আর দেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৭ শতাংশ বেসরকারি। তাই বলতে দ্বিধা নেই, এই বিপুলসংখ্যক বেসরকারি শিক্ষক দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকরা যেহেতু একই সিলেবাসে পাঠদান করেন, তাই সঙ্গত কারণে তাদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসানের জন্য দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণের দাবি জানিয়ে আসছে বেসরকারি শিক্ষকরা অনেক আগে থেকেই। বর্তমান সরকার এ বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় স্কেল প্রদান করলেও এখনো কিছু বৈষম্য রয়েছে। তাই সরকারিকরণ এখন বেসরকারি শিক্ষকদের প্রধান দাবি। তাই সরকারও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরকার দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা ধরনের পরিবর্তন এনেছে। আরও পরিবর্তন আসছে তা বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে আমরা জেনেছি। পাবলিক পরীক্ষায় বিষয় কমানো হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ খুব কঠিন নয়। সরকারের শুধু আন্তরিকতার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে সরকার যে আন্তরিক নয় সে কথা বলছি না। সরকার আন্তরিক বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অনেক। তবুও আমাদের নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতিটি উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ জাতীয়করণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রায় কয়েক মাস আগে দেশের সব উপজেলা থেকে ক্রমযোগ্যতার ভিত্তিতে ৪-৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে পাঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, আইসিটি, পাসের হারসহ আরও কিছু দিক আছে যা জাতীয়করণে সহায়ক বা শর্তের মধ্যে পড়ে। এসব দিক যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলাকেন্দ্রিক একটি স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা আসবে। ইতোমধ্যে দেশে যেসব কলেজ জাতীয়করণ করা হবে সেগুলোর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। এ ব্যাপারে অবশ্যই কিছু অভিযোগও রয়েছে। অনেক কলেজ আছে যা বয়সের দিক থেকে অনেক পুরনো, ফলাফল সন্তোষজনক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক, অর্থাৎ জাতীয়করণ হওয়ার মতো সবকিছু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নতুন কলেজ যা শর্তের মধ্যে পড়ে না এমন কলেজের নামও তালিকায় উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, আওয়ামী লীগের

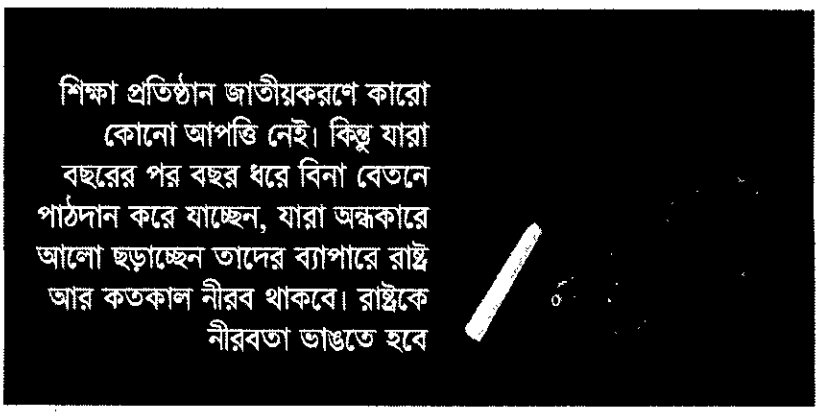

বড় মাপের নেতা ও স্থানীয় সাংসদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ নিয়ে সাংসদরা ডিও লেটার সংগ্রহ করেছেন। এসব অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা তা বলা যাবে না। কারণ অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয়করণের তালিকা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, অনেক পুরনো কলেজের নাম নিচে পড়ে রয়েছে, আর নতুন কলেজের নাম ওপরে উঠেছে এটা কীভাবে। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের কথাবার্তায় সহজেই অনুমেয় যে, দুর্নীতির গল্প এখনো শেষ হয়নি। কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি বা জাতীয়করণ করা হবে এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু অনিয়মের আশ্রয়ে যদি জাতীয়করণ হয় তা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। আর জাতীয়করণ কে না চায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন হতে পারে, তাই বলে পুলিশ আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করবে আর এতে একজন শিক্ষকের মৃত্যু হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। অতি সম্প্রতি এ ধরনের একটি ঘটনা ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় ঘটে।

যাহোক একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঘোষণা অন্যদিকে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছে এ নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের বিপক্ষে নয়। কারণ আমিও একজন শিক্ষক, আমার প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হলে আমিও লাভবান হব। কিন্তু মূল বিষয় অন্যখানে। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ৯৮ শতাংশ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। স্কুল, কলেজ, উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি এবং মাদ্রাসাসহ প্রায় ৬ হাজারের মতো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ২০ লাখের অধিক শিক্ষার্থী ও লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের একই নিয়ম, সিলেবাস, কারিকুলাম, প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করে এবং শিক্ষার্থীরা একই মানের সার্টিফিকেটও পেয়ে থাকে। অথচ শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতাদি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেখানে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের পাশাপাশি নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে অবদান রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সরকারও তা অস্বীকার করছে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তারা বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ থেকে একেবারে বঞ্চিত। কিন্তু তারাও তো মানুষ, তাদেরও অন্ন-বস্ত্রের দরকার, তারা খেয়ে আছে না অভুক্ত রয়েছে এটা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কারণ সরকারের অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের একাডেমিক স্বীকৃতিও প্রদান করেছে। তার পর তারা যথারীতি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন, পাবলিক পরীক্ষায় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে পাসও করছে। ফলাফলও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো। এসব দিক সবই ঠিক আছে কিন্তু ঠিক নেই বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে। সরকারি অনুদান থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। চাকরি করবেন বেতন-ভাতাদি পাবেন না, পরিশ্রম করবেন পারিশ্রমিক পাবেন না, শ্রম দেবেন শ্রমের মর্যাদা পাবে না এটা অত্যন্ত অমানবিক। কয়েক বছর ধরে সরকার তাদের বারবার এমপিওভুক্তির ব্যাপারে আশ্বাস দিলেও তা পূরণ হচ্ছে না। দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নন-এমপিও শিক্ষকদের করুণ দশা। এ করুণ দশায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন এক বছর, দুবছর নয়– প্রায় ১৬-১৭ বছর। কী তাদের ধৈর্য! প্রায় দু'দশক ধরে তারা বিনা বেতনে পাঠদান করে যাচ্ছেন অথচ রাষ্ট্র নীরব। এটা রাষ্ট্রের কোন ধরনের আচরণ। বারবার শুধু অর্থ সংকটের দোহাই দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের এ ধরনের নীরবতা তাদের ঠেলে দিয়েছে গভীর সংকটের মুখে।

সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের এ ধরনের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু নন-এমপিও শিক্ষকদের প্রতি সরকার এত উদাসীন কেন? এমপিওভুক্তির দাবিতে নন-এমপিও শিক্ষকরা অনেক আন্দোলন করেছেন। মানববন্ধন, অনশনসহ অনেক কর্মসূচি পালন করেছেন। এ তীব্র শীতে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গত কয়েকদিন থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। কিন্তু সরকার তাদের এমপিওভুক্তির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা থেকে সরে এসেছে বারবার। দেশে সাড়ে ৭ হাজারের অধিক নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মরত আছেন। কিন্তু তাদের ভাগ্যের দুয়ার খুলছে না। তাদের এ অমানবিক জীবনের দিকটা সরকারের অবশ্যই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের পাশাপাশি তাদের কথাও সরকারকে ভাবতে হবে। তাদের ভাগ্যের দুয়ার কবে খুলবে। এ দুয়ার খোলার চাবিকাঠি সরকারের হাতে। শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এসব হতভাগ্য শিক্ষকের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে কষ্ট বেদনাদায়ক। তাদের নিয়ে আমি একজন নগ লেখক হিসেবে অনেক ভেবেছি। কিন্তু আমার এ ভাবনায় তো কাজ হবে না। ভাবতে শিক্ষাবিদদের, ভাবতে হবে রাষ্ট্রকে। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের নিয়ে ভাবে? অথচ শিক্ষকদের বলা হয় মা গড়ার কারিগর। সেই মানুষ গড়ার কারিগররা আ অভুক্ত রয়েছেন। গত সপ্তাহে বেশ কয়েকজন শিক্ষক কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছেন, তাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষকরাই একটি দেশের উন্নতির মূল চালিকাশক্তি। কারণ তারা যে পেশার সঙ্গে জড়িত এবং যাদের মাঝে আলোকবর্তিকা জ্বালাচ্ছেন সে লাখো শিক্ষার্থীই একটি জাতির মেরুদণ্ড। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষকরা হচ্ছেন শিক্ষার মেরুদণ্ড। কিন্তু সে মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়ার উপক্রম অর্থাভাবে। তারা সোজা হবে কীভাবে। রাষ্ট্র কী জবাব দেবে?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে কারো কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যারা বছরের পর বছর ধরে বিনা বেতনে পাঠদান করে যাচ্ছেন, যারা অন্ধকারে আলো ছড়াচ্ছেন তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্র আর কতকাল নীরব থাকবে। রাষ্ট্রকে নীরবতা ভাঙতে হবে। লাখো শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভাকে যারা জাগ্রত করছেন তারাই আজ নিজেরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ তারা বড় অসহায়। তাদের আর্তি-আর্তনাদ তো রাষ্ট্রকেই শুনতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্র কি তা শুনতে পাচ্ছে না?

❑ মোহাম্মদ নজাবত আলী, শিক্ষক ও কলাম লেখক